গ্রামীণ পর্যটন গাইডলাইন, ২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রস্তাবনা

গ্রামীণ উন্নয়নের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন, রফতানি, রেমিট্যান্স, অর্থনৈতিক ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। 'আমার গ্রাম আমার শহর' এ স্লোগান গ্রামের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূল দর্শণে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষিবিপ্লব, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সব সুবিধাদি দেয়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রামীণ পর্যটন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী উৎস হিসাবে পরিগণিত হতে পারে যা টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২০২০ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'ট্যুরিজম অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট' অর্থাৎ 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন'। বাংলাদেশে গ্রামই হতে পারে পর্যটন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপন পদ্ধতি, উদ্ভিদ, বিভিন্ন পাখি, নদী, হাওড়, বিল, ঝিল, বিভিন্ন ধরনের লোকজ অনুষ্ঠান, গ্রামীণ পেশা, খেলাধুলা, প্রাচীন বৃক্ষ এসবই হবে পর্যটকদের আনন্দ বিনোদনের উপকরণ। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। এ দেশের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অপার সৌন্দর্যের সমাহার। আমাদের দেশের গ্রামগুলো ছবির মতো সাজানো, আর গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর অতিথিপরায়ণতা গ্রামীণ সৌন্দর্যকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়। অন্ধকার রাতে জোনাকি পোকার আলো গ্রামগুলোকে আলোকময় করে তোলে। গ্রীষ্মকালে প্রতিটি গ্রামে গাছে গাছে আম, কাঁঠাল, লিচুতে ভরপুর থাকে। নতুন ফসল ঘরে তোলার সময় গ্রামগুলোতে শুরু হয় নবান্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের আয়োজন। এসবই প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকগণকে আকৃষ্ট করে। তাই বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামীণ পর্যটন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

গ্রামীণ পর্যটন (Rural Tourism): অবসর এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা ও বৈচিত্র্যময় কৃষি ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রামীণ পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত।

পল্লী পর্যটন (Village Tourism): পল্লী পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটনের অনুরূপ একটি বিষয়। পল্লী পর্যটন বলতে বোঝায় অবকাশের জন্য দেশের পল্লী এলাকা পরিদর্শন এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য অবলোকন পল্লী এলাকায় ভ্রমণ করা।

সবুজ পর্যটন (Green Tourism): সবুজ পর্যটন হল ইকো-ট্যুরিজম ও গ্রামীণ পর্যটন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যাতে পরিবেশে ন্যূনতম নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে প্রাকৃতিক পর্যটন আকর্ষণ পরিদর্শন ও উপভোগ করা হয়। এটি গ্রামে বা অরণ্যে পরিবেশবান্ধব আচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে ভ্রমণ ও পর্যটনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

দরিদ্রবান্ধব পর্যটন (Pro-Poor Tourism): পর্যটনের একটি পদ্ধতি যা পর্যটন আকর্ষণের নিকটবর্তী দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে।

৩. গ্রামীণ পর্যটনের সুবিধা

গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, যুবসমাজের জন্য কর্মসৃজন, জীবনযাত্রার মনোনয়ন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের ইতিবাচক পরিবর্তনসহ নানা সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামীণ পর্যটনের সুবিধাসমূহ-

ক. গ্রামাঞ্চলে পর্যটক প্রবাহ বৃদ্ধি করে;
খ. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে;
গ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করে;
ঘ. গ্রামাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন করে;
ঙ. গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে;
চ. প্রযুক্তি এবং তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে;
ছ. আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে দেশীয় সংস্কৃতির প্রসার করে।

৪. গ্রামীণ পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ পর্যটনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য এটি অন্যান্য ধরণের পর্যটন থেকে আলাদা। গ্রামীণ পর্যটনের কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ

ক. জনাকীর্ণ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশে গ্রামীণ পর্যটন সংঘটিত হয়।
খ. গ্রামীণ পর্যটন শহরাঞ্চলের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে যা তাদের উৎপত্তি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে।
গ. গ্রামীণ সম্পদকে (যেমনঃ মাটির ঘর, স্থানীয় খাবার এবং ঐতিহ্যবাহী খেলা) পর্যটন পণ্য এবং সেবা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
ঘ. গ্রামের পরিবেশের একটি চমৎকার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।
ঙ. পর্যটকরা গ্রামীণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ এবং প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।
চ. গ্রামীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিত করে।
ছ. গ্রামে যা আছে, তাই পর্যটন সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর জন্য নতুন কিছু তৈরি করার প্রয়োজন হয় না।

৫. গ্রামীণ পর্যটনের পরিধি

গ্রামীণ পর্যটন গ্রামের মানুষ, কৃষি উৎপাদন, প্রকৃতি, নদনদী, বিস্তৃর্ণ ফসলের মাঠ, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, পশুপাখি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান পর্যটন আকর্ষণসমূহ গ্রামীণ সৌন্দর্যের স্বাদ উপভোগ করতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। এদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান যেমনঃ বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ শহর, পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ এবং সুন্দরবন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। উক্ত তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রীক গ্রামীণ পর্যটন বিকশিত হতে পারে। তদুপরি বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টিসমৃদ্ধ যেকোনো গ্রাম হতে পারে গ্রামীণ পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ পর্যটন টেকসই করার পূর্বশর্ত হচ্ছে:

১. গ্রামের নিরিবিলি পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দর প্রাকৃতিক ভূচিত্র এবং নির্মল পরিচ্ছন্ন বায়ু।

২. পর্যটকদের যাতায়াত, খাবার, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেটসহ থাকার ব্যবস্থাদি এবং মানুষের ব্যবহার।

গ্রামীণ পর্যটনের পরিধি অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে:

ক. অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে গ্রামের ঐতিহ্য, রীতিনীতি, মৌলিকত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা।
খ. নদী পর্যটন, গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন, ইকোট্যুরিজম, স্থানীয় হস্তশিল্প বিক্রয়, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা এবং কৃষি ও খামার-ভিত্তিক পর্যটন সহ বিভিন্ন পর্যটন কার্যক্রম চালু করা।
গ. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ মানুষের জন্য ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
ঘ. বৃক্ষরোপণ এবং বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি করা।
ঙ. গ্রামে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করা।

৬. গ্রামীণ পর্যটন পণ্য এবং সেবা

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের পর্যটন আকর্ষণ এবং কার্যক্রম বিকাশের মাধ্যমে পর্যটকদের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্রামীণ পর্যটন পণ্য এবং সেবাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. গ্রামীণ বাসস্থান, যেমনঃ মাটির ঘর, খড়ের ঘর, বাঁশের ঘর, গাছের ঘর, খামার বাড়ি, কুটির, এবং কৃষি ক্যাম্পিং।
খ. গ্রামীণ গ্যাস্ট্রোনমি যথা, বাড়িতে তৈরি ঐতিহ্যবাহী খাবার, বিভিন্ন ধরনের মাছ, কৃষি খামার থেকে তাজা ফল এবং সবজি।
গ. ফল এবং সবজির গ্রামীণ চাষ প্রক্রিয়া, এবং গবাদি পশু পালন।
ঘ. গ্রামাঞ্চলের বন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করা।
ঙ. বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (যেমনঃ সিলেটের খাসিয়া ও মনিপুরী, বান্দরবানের চাকমা ও মারমা এবং ময়মনসিংহের গারো) উৎপাদিত পণ্য, জীবনধারা, খাবার, সংস্কৃতি।
চ. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলা (যেমনঃ কাবাডি, হা-ডু-ডু, খো খো, নৌকা বাইচ এবং ঘুড়ি ওড়ানো)।
ছ. গ্রামাঞ্চলের লোকদের গৃহস্থালী পক্ষীশালা (Aviaries)।
জ. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিক উৎসব এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান (যেমনঃ নবান্ন, হাল খাতা, পিঠা উৎসব ইত্যাদি)।
ঝ. হাওর, বাওর, বিল ও নদীর তীর এবং গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য জলাশয়।

৭. গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়ন

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামে পর্যটকের প্রবাহ বাড়ানো যায় এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়। এর মূল কথা হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধা বিকাশ এবং গ্রামীণ জনগণকে গ্রামীণ পর্যটনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৭.১ গ্রামীণ পর্যটনের জন্য "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" গড়ে তোলা

একটি "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" হবে বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামের প্রতিচ্ছবি। "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকবে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক. গ্রামটি পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর থাকবে।
খ. শহর এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বেশি দূরে নয় এবং নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট গ্রাম "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" এর জন্য বেছে নেওয়া।

গ. ঘরগুলো দেশের ঐতিহ্য অনুসারে তৈরি করা (যেমনঃ কাদা, বেড়া, খড়, এবং বাঁশ বা কংক্রিটের ঘর যা বাঁশ বা কাঠের আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত)।
ঘ. রাস্তাগুলোয় ইট ব্যবহার করা যাতে পর্যটকদের কর্দমাক্ত রাস্তায় হাঁটতে না হয়।
ঙ. 'শূন্য কার্বন দূষণ' (Zero-Carbon Pollution) নিশ্চিত করে গ্রামের পরিবহন ব্যবস্থা প্রস্তুত করা। গ্রামে কোন জ্বালানী নির্ভর পরিবহন প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করা। ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ষাঁড়ের গাড়ি এবং প্যাডেল রিকশা ব্যবহার করা যেতে পারে। জরুরী অবস্থা এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইউটিলিটি গাড়ি বা ইলেকট্রিক কার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।
চ. পর্যটকদের পরিবেশন করা খাবার এবং পানীয়গুলো নিজস্ব অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে রান্না করা। গ্রামের খামার এবং স্থানীয় বাজার থেকে রান্নার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ (যেমনঃ সবজি, চাল, মাছ ও মাংস) সংগ্রহ করা।
ছ. সবুজ পর্যটনের (Green Tourism) নিয়ম অনুযায়ী গ্রামটিকে 'জিরো প্লাস্টিক' ব্যবহার এলাকা হিসাবে গ্রহণ করা।
জ. স্থানীয় পুকুরগুলো ভালোভাবে সজ্জিত করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পর্যটকদের সাঁতার কাটার ব্যবস্থা রাখা।
ঝ. বর্জ্য উৎপাদন কমানোর উদ্দেশ্যে 'বৈজ্ঞানিক পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া' (Scientific Recycling Process) ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
ঞ. বিকেলে বা সন্ধ্যায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
ট. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সার্বক্ষণিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ট্যুরিস্ট পুলিশ এর সহায়তা গ্রহণ।
ঠ. পর্যটকদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের মেলার আয়োজন করা। ঐতিহ্যবাহী পোশাক বিক্রির দোকান, খাদ্য উৎসব এবং সার্কাস ইত্যাদি মেলায় অন্তর্ভুক্ত করা।
ড. বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
ঢ. টেলিকমিউনিকেশন এবং উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধাগুলো পরিকল্পিতভাবে সাজানো, যাতে গ্রামের পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়।
ণ. গ্রামীণ জাদুঘর এবং বিনোদন কেন্দ্রে প্রবেশের টিকিট পর্যটকদের কাছে বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর লোকদের সহায়তার জন্য ব্যবহার করা।
ত. প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।
থ. 'শারীরিকভাবে অক্ষম' (Physically Disabled) পর্যটকদের জন্য পর্যটনস্থান ভ্রমণ সহজগম্য হওয়া।

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান কমানো। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, গ্রামীণ পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র আনয়ন ইত্যাদি গ্রামীণ পর্যটন গাইডলাইন বাস্তবায়ন করার সময় এক বা একাধিক "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" গড়ে তুলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। একটি "আদর্শ পর্যটন গ্রাম" গড়ে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক:

১. গ্রামের পরিবেশ

গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সৌন্দর্য্য, গ্রামের বা গ্রামের পাশের নদী, খাল, বিল, জঙ্গাল, বন, পাহাড় ইত্যাদি রক্ষা করা, সৌন্দর্য্য বর্ধন করা এবং পর্যটকগণের আনন্দ বিনোদনের উপযোগী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।

২. গ্রামের জীবনধারা

গ্রামীণ কারুশিল্প, উৎসব, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী খাবার, কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্য, ঐতিহ্যবাহী গান ইত্যাদি রক্ষা করা, পরিচর্চা করা এবং পর্যটকদের বিনোদনের জন্য উপস্থাপন করা।

৩. গ্রামীণ ঐতিহ্য

গ্রামীণ মানুষের পরম্পরাগত লোককাহিনী, স্থাপত্য নিদর্শনাদি, সৌধ, মন্দির, সেতু ইত্যাদির নির্মাণ শৈলী, প্রাক ইতিহাস, দুর্গ ইত্যাদি থাকলে তা সংরক্ষণ করা এবং পর্যটকদের দেখার জন্য ব্যবস্থা করা।
৪. গ্রামীণ কার্যক্রম
পর্যটকদের আনন্দ বিনোদনের জন্য গ্রামে পাখি দেখা, সাইকেল চালনা, মাছ ধারা, হেটে বেড়ানো, সাতার কাটা, ইত্যাদি নানা ধরনের কাজের ব্যবস্থা রাখা।

৭.২ গ্রামীণ পর্যটন সহজগম্য করা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে টেকসই পদ্ধতিতে পর্যটনকে সহজতর করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় রয়েছেঃ

ক. গ্রামীণ পর্যটন সাইটগুলো পর্যটকদের জন্য সহজগম্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (রাস্তাঘাট, সেতু) তৈরি করা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
খ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা ভাগ করে নেওয়া।
গ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা।
ঘ. পর্যটকদের মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের জন্য নেটওযার্ক টাওয়ার বসিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নতি করা।
ঙ. গ্রামাঞ্চলে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করা। উদাহরণস্বরূপ, বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কৃষি খামার ও গবাদি পশুর খামার থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭.৩ প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি

গ্রামীণ পর্যটনের সাফল্য মূলত নির্ভর করে সেবা এবং আতিথেয়তার মানের উপর। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেন গ্রামীণ পর্যটন থেকে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদের যথাযথভাবে সেবা প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজন করতে হবেঃ

ক. উদ্যোক্তা উন্নয়ন (যেমনঃ গ্রামাঞ্চলে পর্যটন ব্যবসা কিভাবে শুরু করা যায়)
খ. দক্ষতা উন্নয়ন (যেমনঃ কিভাবে পর্যটকদের সঠিকভাবে সেবা প্রদান করা যায়)
গ. পণ্য উন্নয়ন (যেমনঃ কিভাবে গ্রামীণ সম্পদকে পর্যটনের জন্য ব্যবহার করা যায়)
ঘ. দায়িত্বশীল আচরণ (যেমনঃ পর্যটকদের সাথে কথোপকথনের সময় কিভাবে যথাযথ আচার-আচরণ প্রদর্শন করা যায়)
ঙ. বিপণন এবং প্রচার (যেমনঃ কিভাবে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা যায়)
চ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (যেমনঃ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কীভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়)

৭.৪ গ্রামীণ পর্যটনের উদ্দীপকসমূহ

ক. গ্রামীণ পর্যটন সফলভাবে বৃদ্ধির জন্য এটিকে শিশু শিল্প (Infant Industry) হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
খ. গ্রামীণ পর্যটন সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়কে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
গ. ক্ষুদ্র-ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের এবং স্থানীয় খামারগুলোকে ব্যবসা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের ব্যবসা শুরুর প্রথম কয়েক বছর কর-অবকাশ (Tax Holiday) আরোপ করা যেতে পারে।

ঘ. কর-অবকাশের (Tax Holiday) ব্যাপ্তি শেষ হওয়ার পর, ক্ষুদ্র স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য কর পরিশোধের (Tax Return) ন্যূনতম হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ঙ. সফল গ্রামীণ পর্যটন ব্যবসা তৈরির মাধ্যমে গ্রামবাসী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৮. গ্রামীণ পর্যটন সংরক্ষণ

বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। গ্রামীণ পর্যটন এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ

ক. গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বন সংরক্ষণের জন্য বেশি বেশি গাছ লাগানো। যদি অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়নে বনাঞ্চলের ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে ঐ এলাকায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে আরো গাছ লাগাতে হবে।
খ. পর্যটন সুবিধাগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা এবং বিকাশ করতে হবে যা পশু-পাখির জীবনচক্রের ক্ষতি করবে না।
গ. স্থাপত্যের কোনো ক্ষতি হলো কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ দল (যেমনঃ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক) নিয়োগ করে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা।
ঘ. নতুন হোটেল নির্মাণের পরিবর্তে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাড়িতে 'বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট' এবং 'হোমস্টে' সেবা প্রবর্তন করা।
ঙ. ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পর্যটকদের জন্য স্থানীয় খাবার রান্না এবং পরিবেশন করা।
চ. সর্বনিম্ন পরিমাণে কার্বন উৎপাদনকারী কার্যক্রমের প্রবর্তন এবং একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের (Single use plastic) ব্যবহার সীমিতকরণের মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট প্রশমন করা।
ছ. আমন্ত্রয়ি সম্প্রদায় (Host Community) জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে এবং পর্যটকরা ঐ সম্প্রদায়ের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
জ. গ্রামীণ পর্যটন থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা গ্রামীণ 'অর্থনীতি বহির্ভূত' (Economic Leakage) না হয়ে যেন ঐ এলাকায় থাকে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুষ্ঠ ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করা।
ঝ. কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
ঞ. ভিন্ন ভিন্ন পর্যটন সেবা এবং বিশেষ প্যাকেজ ডিজাইন করার মাধ্যমে 'মৌসুমগত বাধা' (Seasonality Barrier) মোকাবেলা করা।

৯. বিপণন এবং প্রচার

বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যটনকে সম্ভাব্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে প্রচার করার অসংখ্য উপায় রয়েছেঃ

ক. ভ্রমণ সংস্থা এবং ট্যুর অপারেটররা পর্যটন মেলা বা ব্যবসায়িক সেমিনারে বিশেষ গ্রামীণ ট্যুর প্যাকেজ প্রচার করতে পারে।
খ. মডেল ভিলেজ সম্পর্কে পর্যটকদের অবগত করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।
গ. বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যটকদের (যেমনঃ দেশীয় পর্যটক, আন্তর্জাতিক পর্যটক, সাংস্কৃতিক পর্যটক, গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটক) জন্য বিভিন্ন ধরণের সেবার (যেমনঃ দিন ভ্রমণ, রাত্রিযাপন) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
ঘ. বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে মেলা, খাদ্য উৎসব, পিঠা উৎসব এবং গ্রামীণ খেলাধুলার অনুষ্ঠান গ্রামীণ পর্যটনকে সম্প্রসারণ করতে পারে।

ঙ. তাঁত কাপড় এবং এর বুনন প্রক্রিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করার পাশাপাশি ঐ স্থানেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
চ. দায়িত্বশীল পর্যটক, প্রকৃতিপ্রেমী-পর্যটক এবং পরিবেশবিদদের আকৃষ্ট করার জন্য বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ, বিরল উদ্ভিদ, বনসাই গাছ ইত্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
ছ. বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে পর্যটনের প্রসারে অনলাইন ব্লগ, ভিডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং টুলস খুবই উপযোগী হতে পারে।
জ. গ্রামীণ আকর্ষণীয় স্থানগুলো সম্পর্কে পর্যটকদের আগ্রহী করে তুলতে ঐ সকল স্থানে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।
ঝ. ট্যুরিজম ভ্যালু চেইনে (Tourism Value Chain) অন্তর্ভুক্ত প্রধান স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্ভাব্য পর্যটকদের সংযোগ বজায় রাখা।
ঞ. কর্পোরেট পর্যটকদের নিকট প্রচারের জন্য গ্রামীণ পর্যটনের উপর ব্রোশিওর এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।
ট. দেশীয় পর্যটকদের জন্য পর্যটন অফার এবং প্যাকেজের নিয়মিত আপডেট করা। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ দিন বা উৎসব উপলক্ষ্যে ভ্রমণ প্যাকেজ সম্পর্কে পর্যটকদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।

১০. তহবিল ও বাজেট

গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিকাশের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে। বিটিবি সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিল অনুমোদন করবে। সমস্ত ব্যয় সরকারের আর্থিক নিয়ম এবং বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। দেশব্যাপী গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারেঃ

ক. গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মডেল ভিলেজ গড়ে তোলার জন্য সরকার পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করতে পারে।
খ. বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মৌলিক পর্যটন সুবিধা প্রদানের জন্য স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
গ. গ্রামীণ পর্যটন বিকাশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।
ঘ. গ্রামীণ পর্যটনে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি খাতকে (যেমনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা) বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
ঙ. গ্রামীণ পর্যটন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থা বা পর্যটন ব্যবসা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়) মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এবং পাবলিক প্রাইভেট কমিউনিটি পার্টনারশিপ (PPCP) এর মাধ্যমে সহ-অর্থায়ন করা যেতে পারে।